

334353 - করোনো মহামারীর পরিস্থিতিতে একজন মুসলমিরে শরিয়ত অনুমোদিত করণীয় কী?

প্রশ্ন

করোনো ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিস্তারের এ দণ্ডিগলতে একজন মুসলমিরে করণীয় কী? কভিবে আল্লাহ তাআলা আমাদরে উপর থেকে এই বপিদ উঠিয়ে নবিনে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বপিদাপদ ও মহামারী দখো দলি এর প্রতিকার হচ্ছ— আল্লাহর কাছে তাওবা করা, তার কাছে অনুনয়-বনিয়রে সাথে দোয়া করা, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফরিয়ে দোয়া, বেশি বেশি ইস্তিগফার, তাসবহি পড়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর দরুদ পড়া, আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া করা, সুরক্ষামূলক ও চকিৎসার উপায়গুলো গ্রহণ করা; যমেন-কোয়ারনেটাইন বা পৃথক থাকা এবং টীকা ও চকিৎসা পাওয়া গলে সেগুলো গ্রহণ করা।

১। তাওবা ও দোয়া করা:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الأنعام/42, 43

"আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। অতঃপর তাদেরকে সম্পদরে সংকট ও শারীরিক দয়ি পাকড়াও করছেলাম, যাতে করে তারা কাকুত-মিনতি করে। আফসোস! তাদের উপর যখন আমাদরে শাস্তি আপততি হল তখন তারা যদি অনুনয়-বনিয় করত? বরং তাদের হৃদয় কঠনি হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করছেলি শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভতি করছেলি।"[সূরা আনআম; ৬:৪২-৪৩]

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبِأْسَاءِ এখানতে الْبِأْسَاءُ অর্থ: দারিদ্র ও জীবিকার সংকট।

الضراء: রোগবলাই, ব্যথ্যা-বদেনা। يَتَضَرَّعُونَ অর্থ: যাতো তারা আল্লাহকে ডাকে, মনিতা করে এবং ভীত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا করে। আফসোস! তাদরে উপর যখন আমাদরে শাস্তি আপততি হল তখন তারা যদি অনুনয়-বনয় করত? অর্থ: যখন আমরা তাদরেকে এসব দিয়ে পরীক্ষা করলাম তখন কনে তারা আমাদরে কাছে মনিতা করল না, নজিরে দীনতা প্রকাশ করল না!! বরং তাদরে অন্তর কটমল হয়নি এবং ভীত হয়নি।

وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তারা যা করছেলি তথা শরিক ও পাপ শয়তান তা তাদরে দৃষ্টিতে সুশোভতি করছেলি।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ

التوبة/126

"তারা কদিখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দুইবার পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। এরপরও তারা তাওবা করে না এবং উপদশে গ্রহণ করে না।"[সূরা তাওবা, ৯:১২৬]

কোন পাপ ছাড়া পরীক্ষা অবতীর্ণ হয় না এবং তাওবা ছাড়া পরীক্ষার অবসান হয় না; যমেনটি বলছেন আল-আব্বাস (রাঃ) তাঁর বৃষ্টিপ্রার্থনার দোয়াতে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/৪৯৭) বলেন: "যুবাইর বনি বাক্কার 'আল-আনসাব' নামক গ্রন্থে এই ঘটনায় আব্বাস (রাঃ) এর দোয়ার ভাষা এবং যে সময়ে দোয়াটি করছেন সেটো উল্লেখ করছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব সনদে বর্ণনা করেন যে, যখন উমর (রাঃ) তার মাধ্যমে বৃষ্টি চিয়ে দোয়া করলেন তখন তিনি বললেন: হে আল্লাহ! কোন বালা (পরীক্ষা) গুনাহ ছাড়া নাযলি হয়নি এবং তাওবা ব্যতীত এর অবসান হয়নি।"[সমাপ্ত]

২। ইস্তিগ্ফার: এটি হচ্ছে সুস্বাস্থ্য, শক্তিলাভ ও সুখী জীবন যাপন করার কারণ:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

হুদ/3

"আরও যবে, তমোরা তমোদরে রবরে কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, অতঃপর তার কাছে তাওবা কর (ফরিয়ে আস)। তাহলে তিনি তমোদরেককে একটি নরিদষ্টি কাল পরযন্ত উত্তম জীবন উপভোগ করতে দবেনে এবং তিনি প্রত্যকে সৎকর্মশীলকে তার সৎকর্মরে প্রতদিন দান করবনে।"[সূরা হুদ, ১১: ৩]

তিনি আরও বলেন:

وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ

হুদ/52

"হে আমার সম্প্রদায়! তমোরা তমোদরে রবরে কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর (ফরিয়ে আস), তাহলে তিনি তমোদরে উপর মুখলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবনে। আর তিনি তমোদরেককে আরো শক্তি দিয়ে তমোদরে শক্তি বৃদ্ধি করবনে। তমোরা অপরাধী হয়ে মুখ ফরিয়ে নতি না।"[সূরা হুদ, ১১: ৫২]

৩। তাসবীহ পাঠ করা:

আল্লাহ তাআলা জানয়িচ্ছেনে যে, ইউনুস (আঃ) তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে বপিদ থেকে মুক্তি পয়েচ্ছেনে। এর মাধ্যমে তিনি ইত্তিগতি করচ্ছেনে যে, এর দ্বারা মুমনিগণও মুক্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

الأنبياء/87 – 88

"আর স্মরণ করুন, যুন্-নূনকে যখন তিনি ক্রোধে ভরে চলে গয়িছেলিনে এবং মনে করছেলিনে যে, আমরা তাকে পাকড়াও করব না। তারপর অন্ধকারে থেকে তিনি سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নহে; আপনি কতইনা পবত্রি। নশ্চয়ই আমি যালমেদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি) বলে ডাকলেন। তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দয়িছেলাম

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করছিলাম। আর এভাবেই আমরা মুমনিদেরকে উদ্ধার করে থাকি।"[সূরা আল-আম্বিয়া, ২১: ৮৭-৮৮]

তিনি আরও বলেন:

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

الصافات 143/

"অতঃপর তিনি যিদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন, তাহলে তাকে উত্থানরে দনি পর্যন্ত তার পটে (মাছরে পটে) থাকত হত।"[সূরা আস-সাফাত, ৩৭: ১৪৩-১৪৪]

সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "মাছরে পটে থেকে মাছওয়ালা (অর্থাৎ ইউনুস আঃ)-এর দোয়া:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; আপনি কিতইনা পবিত্র। নশ্চয়ই আমি যালমেদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি)

এটি দিয়ে কোন মুসলমি ব্যক্তি কোন ব্যাপারে দোয়া করলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন।"[মুসনাদে আহমাদ (১৪৬২) ও সুনানে তিরমিযি (৩৫০৫), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: "যে কোন নবী যখনই বপিদরে শিকার হয়েছে তাঁরা তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে সাহায্য চয়েছেন।"[আল-জাওয়াব আল-কাফী (পৃষ্ঠা-১৪) থেকে সমাপ্ত]

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়া দুশ্চিন্তা ও বপিদ দূর হওয়ার মহান একটী কারণ:

উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রাত্রির দুই তৃতীয়াংশ অতবাহতি হত তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বলতেন: "হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ করুন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। রাজফি (প্রথম ফুৎকার) তো এসেই গলে। এরপর আসবে রাদফি (দ্বিতীয় ফুৎকার)। মৃত্যু এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থিতি। মৃত্যু এর মধ্যে যা কিছু আছে সব নিয়ে উপস্থিতি। উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার উপর বশে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বশেদিরুদ পড়তে চাই। আমি আমার দোয়ার কতটুকু আপনার জন্য রাখব? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও। তিনি বললেন: আমি বললাম: এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও; যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য কল্যাণকর। আমি বললাম: অর্ধেক? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও? যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য কল্যাণকর। তিনি বললেন, আমি বললাম: তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: তুমি যতটুকু চাও? যদি তুমি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য ভাল। আমি বললাম: আমার দোয়ার সবটুকু? তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। [মুসনাদে আহমাদ (২১২৪২) ও সুনানে তিরমিযি (২৪৫৭); এ ভাষ্যটি তিরমিযির]

ইমাম আহমাদদে ভাষ্য হচ্ছ: "উবাই বনি কাব (রাঃ) তার পতি থেকে বর্ণনা করেন যে, এক লোক বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমি আমার দোয়ার পুরোটুকু আপনার উপরে দুরুদ পড়ি? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন।" [আলবানী ও মুসনাদদে মুহাক্ককিগণ হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে এ হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল যা ইবনুল কাইয়্যমে "জালাউল আফহাম" (পৃষ্ঠা-৭৯) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন: "উবাই বনি কাব (রাঃ) এর নিজস্ব একটি দোয়া ছিল যা দিয়ে তিনি নিজের জন্য দোয়া করতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করলেন: "তিনি কি এ দোয়ার এক চতুর্থাংশ তাঁর উপর দুরুদ পড়ার জন্য নরিদ্ষিট করবেন। তখন তিনি বললেন: যদি তুমি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য ভাল। তখন উবাই বললেন: তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন: যদি এর চয়ে বাড়াও তাহলে সটো তোমার জন্য ভাল। এক পর্যায়ে উবাই বললেন: আমার দোয়ার সবটুকু আপনার জন্য নরিদ্ষিট করব। অর্থাৎ আমার দোয়ার সবটুকু আপনার উপর দুরুদ পড়ার জন্য নরিদ্ষিট করব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর করা হবে এবং তোমার গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। যহেতু যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একবার দুরুদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযলি করেন। তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। তার গুনাহ মাফ করে দেন।" [সমাপ্ত]

৫। সকাল-সন্ধ্যায় সুস্থতার জন্য দোয়া করা শরয়িতসম্মত; এটি আরও তাগদিপূর্ণ হয় মহামারী বিস্তারের সময়:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বললেন: যখন ভোর হত কিংবা সন্ধ্যা হত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়াগুলো পাঠ করা বাদ দিতেন না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رُوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

نَحْنِي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখরোতের সুস্থতা-নরিপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ಷমা ও নরিপত্তা প্রার্থনা করছি আমার দ্বীনদারি ও দুনিয়ার, আমার পরিবার ও সম্পদরে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নিতাকে নরিপত্তায় পরিণত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হফায়ত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরে দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বেরে উসীলায় আশ্রয় চাই আমি নিচি থেকে হঠাৎ ধ্বংস হওয়া থেকে।" অর্থাৎ ভূমি ধ্বংস থেকে। [মুসনাদে আহমাদ (৪৭৮৫), সুনানে আবু দাউদ (৫০৭৪), সুনানে ইবনে মাজা (৩৮৭১)]

আবদুর রহমান বনি আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি তার পতিকে বললেন: আব্বু, আমি আপনাকে প্রতিদিন সকালে দোয়া করতে শুন:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আমার দহে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার শ্রবণযন্ত্রে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার দৃষ্টিশক্তিতে আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা-নরিপত্তা দান করুন। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই।" আপনি যখন ভোরেরে উপনীত হন ও সন্ধ্যায় উপনীত হন তখন তনিবার এ দোয়াটি আবৃত্তি করেন। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বাক্যগুলো দিয়ে দোয়া করতে শুনছি। আমি তাঁর আদর্শেরে অনুসরণ করতে পছন্দ করি।"

এ প্রসঙ্গে হাদিসে উল্লেখিত উপকারী দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন:

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَأَنْصُرْنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِئَارِي

"হে আল্লাহ! আমার কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং এ দুটোকে আমার উত্তরাধিকারী করুন। যে লোক আমার প্রতি অবচির করে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন"। [সুনানে তরিমযি] "এ দুটোকে "আমার উত্তরাধিকারী করুন" এর অর্থ হল আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ দুটোকে আমার জন্য সুস্থ রাখুন।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বতৌ রোগ, পাগল হওয়া, কুষ্ঠরোগ ও সকল খারাপ রোগ থেকে।" [মুসনাদে আহমাদ (১৩০০৪), সুনানে আবু দাউদ (১৫৫৪), সুনানে নাসাঈ (৫৪৯৩)]

উসমান বনি আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি তিনিবার বলবে:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নামে। যার নামে আশ্রয় চাইলে জমনি ও আসমানের কোন কিছু ক্ষতি করে না। তিনি হচ্চেন- সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ) ভোর হওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে কোন আকস্মিকি বালাই আক্রমণ করবে না। আর কউে যদি সকালে এ দোয়াটি তিনিবার বলবে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত কোন আকস্মিকি বালাই তাকে আক্রমণ করবে না।" [মুসনাদে আহমাদ (৫২৮), সুনানে আবু দাউদ (৫০৮৮), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৬৯)]

৬। উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা; যমেন কয়োৱনেটাইন ও চকিৎসা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে এর প্রমাণ রয়েছে— চকিৎসা গ্রহণের নরিদশে দয়োৱ মধ্যে, রোগ থেকে সুরক্ষা গ্রহণের ইশারার মধ্যে, অসুস্থকে সুস্থের সাথে একত্রিত না করার নরিদশেরে মধ্যে এবং প্লগেরোগে আক্রান্ত এলাকার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ না করার নরিদশেরে মধ্যে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমরা চকিৎসা গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যে রোগেরে ঔষধ সৃষ্টি করেননি; কেবল একটরিোগ ছাড়া সটেইল— বারধক্য।" [মুসনাদে আহমাদ (১৭৭২৬), সুনানে আবু দাউদ (৩৮৫৫), সুনানে তরিমযি (২০৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৪৩৬); আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যে ব্যক্তি সকালে ৭টি আজওয়া খজের খাবে সেদিন কোন বশি বা যাদু তার ক্ষতি করবে না।" [সহহি বুখারী (৫৭৬৯) ও সহহি মুসলিম (২০৫৭)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "উটেরে মালকি যনে অসুস্থ উটগুলোকে সুস্থ উটগুলোর মাঝে প্রবশে না করায়।" [সহহি বুখারী (৫৭৭১) ও সহহি মুসলিম (২২২১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যদি তোমরা কোন এলাকায় প্লগেরোগে আক্রান্তেরে কথা শুন তাহলে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সখোনতে প্রবশে করো না। আর তোমরা যখনে আছ সখোনতে প্লগেরোগ দেখো দিয়ে তাহলে তোমরা সখোন থেকে বরে হবে না।"[সহি বুখারী (৫৭২৮) ও সহি মুসলিম (২২১৮)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।